বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০।

www.bb.org.bd

সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি নীতি)/১১৫/২০১৫-১১

তারিখ ঃ ২৮ আষাঢ়, ১৪২২ / ১২ জুলাই, ২০১৪

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত
সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস ।

প্রিয় মহোদয়গণ,

ঋণপত্র না খুলে এল,সি,এ ফরমের মাধ্যমে আমদানি প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-১৫ এর ৮(৩) এবং ৮(৪)(খ) অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান সংশোধনপূর্বক গেজেট আকারে জারিকৃত এস.আর.ও নং ১৬১-আইন/২০১৫, তারিখঃ জুন ০৪, ২০১৫ আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে উল্লিখিত এস.আর.ও সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২৫০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অবা-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখঃ ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর,ও নং ১৬১-আইন/২০১৫।—**Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950)** এর **section 3** এর **sub-section (1)** এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৮ এর —

(১) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) **ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি**—ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, শুধু অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (এল,সি) খুলিয়া আমদানি করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য টেকনাফ শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি চালানে মার্কিন ডলার পঞ্চাশ হাজার মূল্যসীমা ও অন্যান্য স্থল পথে আমদানির ক্ষেত্রে মার্কিন ডলার দশ হাজার মূল্য সীমার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী আমদানির জন্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে ঋণপত্র ছাড়া এলসিএ ফরমের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, এই পদ্ধতির আওতায় উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এ উল্লিখিত শর্তাবলী একইভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং আমদানিকারককে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য নিবন্ধিত হইতে হইবে।";

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

(খ) "শিল্প খাতের আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক স্বীয় কারখানায় ব্যবহৃতব্য কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে মূল্যসীমা নির্বিশেষে এবং বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে মূল্য পরিশোধ করিয়া বাৎসরিক অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য, তবে মায়ানমার হইতে—

(অ) চাল, ডাল, ভুট্টা, সীম, আদা, রসুন, সয়াবিন তেল, পামওয়েল, পেঁয়াজ ও মাছ আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে একক চালানে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মার্কিন ডলার; এবং

(আ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাল আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ২(দুই) মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণপত্র ব্যতীত আমদানি করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) মার্কিন ডলারের সীমা প্রযোজ্য হইবে না;"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সত্যজিত কর্মকার
যুগ্মসচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd